লেকচার্ অন হোমিওপ্যাথিক মেটিরিয়া মেডিকা

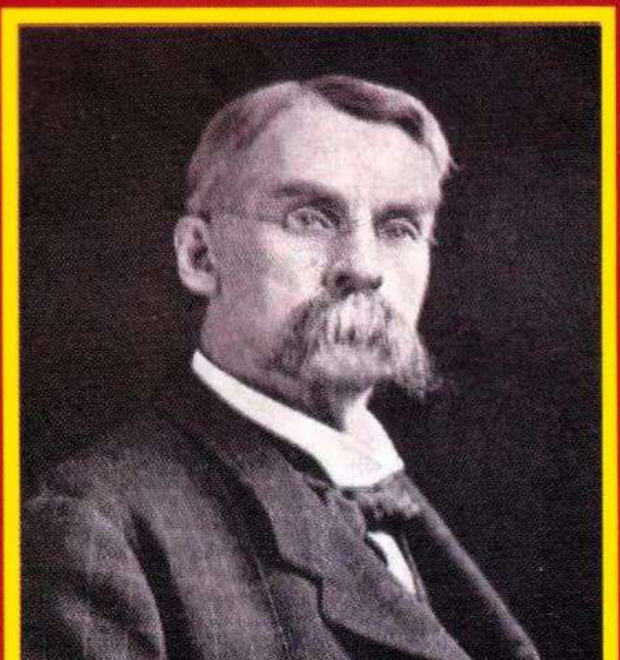

ডাঃ জেমস্ টাইলার কেন্ট

এ.এম., এম.ডি

সূচীপত্র

ওষুধ	পৃষ্ঠা
এব্রোটেনাম	৭
এসেটিক এসিড	৮
একোনাইটাম ন্যাপিলাস	৯
একটিয়া রেসিমোসা (কৃষ্ণ কোহস)	২১
ইস্কিউলাস হিপ্পোক্যাষ্টেনাম	২৬
ইথুজা সাইনেপিয়াম	৩১
এগারিকাস মাস্কেরিয়াস	৩৩
এগ্নাস ক্যাস্টাস	৪০
এইল্যান্থাস গ্ল্যাণ্ডুলোসা	৪১
এলিয়াম সেপা	৪৫
এলো	৪৯
এলুমেন	৫৩
এলুমিনা	৫৮
এম্ব্রা গ্রিসিয়া	৭০
এমোনিয়াম কার্বনিকাম	৭৫
এমোনিয়াম মিউরিয়েটিকাম	৮০
এনাকার্ডিয়াম ওরিয়েন্টাল	৮২
এণ্টিমোনিয়াম ক্রুডাম	৮৫
এণ্টিমোনিয়াম টার্টারিকাম	৮৯
এপিস মেলিফিকা	৯৫
এপোসাইনাম ক্যানাবিনাম	১০৩
আর্জেণ্টাম মেটালিকাম	১০৯
আর্জেণ্টাম নাইট্রিকাম	১১৬
আর্ণিকা মণ্টেনা	১২৩
আর্সেনিকাম এল্বাম	১২৯
আর্সেনিকাম আইয়ডেটাম	১৪৭
এরাম ট্রিফাইলাম	১৫২
এসাফোটিডা	১৫৭
অরম মেটালিকাম	১৬১
অরম মিউরিয়েটিকাম	১৬৮
ব্যাপ্টিশিয়া	১৭১
ব্যারাইটা কার্বনিকা	১৭৭
ব্যারাইটা মিউরিয়েটিকা	১৮৫
বেলেডোনা	১৮৯
বেঞ্জয়িক এসিড	২১২
বার্বেরিস	২১৭
বোরাক্স	২২২
ব্রোমিয়াম	২২৭
ব্রায়োনিয়া	২৩২
বিউফো	২৪৮
ক্যাক্টাস গ্র্যান্ডিফ্লোরাস	২৫৪
ক্যাডমিয়াম-সালফিউরিকাম	২৬০
ক্যালাডিয়াম	২৬২
ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্বনিকা	২৬৬
ক্যাল্কেরিয়া আর্সেনিকোসা	২৮৪
ক্যাল্কেরিয়া ফ্লোরিকা	২৮৬
ক্যাল্কেরিয়া ফসফরিকা	২৮৭
ক্যাল্কেরিয়া সালফিউকা	২৯১
ক্যাম্ফর	২৯৮
ক্যানাবিস ইণ্ডিকা	৩০১
ক্যানাবিস স্যাটিভা	৩০৩
ক্যান্থারিস	৩০৪
ক্যাপ্সিকাম	৩০৭
কার্বো এনিমেলিস	৩১১
কার্বো ভেজিটেবিলিস	৩১৪
কার্বোনিয়াম সালফিউরেটাম	৩৩০
কার্ডুয়াস মেরিয়েনাস	৩৪০
কষ্টিকাম	৩৪১
ক্যামোমিলা	৩৪৭
চেলিডোনিয়াম	৩৫৭
চিনিনাম আর্সেনিকোসাম	৩৬০
সাইকুটা ভিরোসা	৩৬৫
সিনা	৩৬৯
সিঙ্কোনা	৩৭১
সিষ্টাস ক্যানাডেন্সিস	৩৭৬
ক্লিমেটিস ইরেক্টা	৩৭৯
কক্কুলাস ইণ্ডিকাস	৩৮২
কোক্কাস ক্যাক্টাই	৩৮৬
কফিয়া	৩৮৯
কলচিকাম	৩৯৩

ওষুধ	পৃষ্ঠা
কলোসিন্থ	৩৯৮
কোনিয়াম ম্যাকুলেটাম	৪০২
ক্রোটেলাস হরিডাস (র‌্যাটেল সাপ)	৪০৭
ক্রোটন টিগ্‌লিয়াম	৪১৩
কুপ্রাম মেটালিকাম	৪১৭
সাইক্লোমেন	৪২৫
ডিজিটেলিস	৪২৯
ড্রসেরা রোটাণ্ডিফোলিয়া	৪৩২
ডালকামারা (তিতো কুমড়া)	৪৩৪
ইউপেটোরিয়াম পারফোলিয়েটাম (হাড়জোড়া গাছ)	৪৪২
ইউফ্রেশিয়া	৪৪৮
ফেরাম মেটালিকাম	৪৪৯
ফেরাম ফসফরিকাম	৪৫৪
ফ্লুরিক এসিড	৪৬০
জেলসিমিয়াম	৪৬৭
গ্লোনয়িনাম	৪৭১
গ্র্যাটিওলা	৪৭৭
গ্র্যাফাইটিস	৪৭৯
গুয়েইকাম	৪৮৬
হেলিবোরাস নাইগার	৪৮৮
হিপার সালফার	৪৯৩
হাইড্রোষ্টিস ক্যানাডেন্সিস	৫০১
হায়োসায়ামাস	৫০৩
হাইপেরিকাম	৫১২
ইগ্নেশিয়া	৫১৭
আইওডিন	৫২৩
ইপিকাকুয়েনা	৫২৯
ক্যালি বাইক্রমিকাম	৫৩৫
ক্যালি কার্ব্বনিকাম	৫৪১
ক্যালি আইয়ডেটাম	৫৫৪
ক্যালি ফসফরিকাম	৫৫৯
ক্যালি সালফিউরিকাম	৫৬৭
ক্যাল্‌মিয়া ল্যাটিফোলিয়া	৫৭৪
ক্রিয়োজোটাম	৫৭৮
ল্যাক ক্যানিনাম	৫৮২
ল্যাক ভ্যাক্সিনাম ডিফ্লোরেটাম	৫৮৬

ওষুধ	পৃষ্ঠা
ল্যাকেসিস	৫৯০
লরোসিরেসাস	৬০৩
লিডাম প্যালাষ্টার	৬০৫
লিলিয়াম টিগ্রিনাম	৬০৯
লাইকোপোডিয়াম	৬১৩
ম্যাগ্নেশিয়া কার্ব্বনিকা	৬২৪
ম্যাগ্নেশিয়া মিউরিয়েটিকা	৬২৮
ম্যাগ্নেশিয়া ফসফরিকা	৬৩১
ম্যাঙ্গেনাম	৬৩৩
মেডোরিনাম	৬৩৯
মিলিফোলিয়াম	৬৪৪
মার্কিউরিয়াস	৬৪৫
মার্কিউরিয়াস করোসাইভাস	৬৫৭
মার্কিউরিয়াস সায়ানেটাস	৬৫৮
মার্কিউরিয়াস আইয়ডেটাস ফ্লেভাস	৬৫৯
মার্কিউরিয়াস আইয়ডেটাস রুবার	৬৫৯
মার্কিউরিয়াস সালফিউরিকাস	৬৫৯
সিনাবেরিস	৬৬০
মেজোরিয়াম	৬৬১
মস্কাস	৬৬৪
মিউরিয়েটিক এসিড	৬৬৭
ন্যাজা	৬৬৯
নেট্রাম আর্সেনিকোসাম	৬৭২
নেট্রাম কার্বনিকাম	৬৭৮
নেট্রাম মিউরিয়েটিকাম	৬৮২
নেট্রাম ফস্‌ফরিকাম	৬৮৯
নেট্রাম সালফিউরিকাম	৬৯৬
নাইট্রিক এসিড	৭০১
নাক্স মস্কেটা	৭০৭
নাক্স ভমিকা	৭০৯
ওপিয়াম	৭১৬
অক্স্যালিক এসিড	৭২০
পেট্রোলিয়াম	৭২৩
ফসফরাস	৭২৭
ফসফরিক এসিড	৭৩৯
ফাইটোলেক্কা	৭৪৪
পিক্রিক এসিড	৭৪৭

ওষুধ	পৃষ্ঠা
প্ল্যাটিনাম	৭৪৯
প্লাম্বাম মেটালিকাম	৭৫২
পডোফাইলাম	৭৫৭
সোরিনাম	৭৬১
পালসেটিলা	৭৬৭
পাইরোজেন	৭৮৩
র‍্যানানকিউলাস বাল্বোসাস	৭৮৫
রডোডেন্ড্রন	৭৮৮
রাস টক্সিকোডেন্ড্রন	৭৯০
রুমেক্স ক্রিস্পাস	৭৯৭
রুটা গ্রাভিওলেন্স্	৮০২
স্যাবাডিলা	৮০৬
স্যাবাইনা	৮১১
স্যাঙ্গুইনেরিয়া	৮১৫
সার্সাপ্যারিলা	৮২০
সিকেলি কর্নুটাম	৮২৩
সেলিনিয়াম	৮২৬
সিনিসিও অরিয়াস	৮২৯
সেনেগা	৮৩০

ওষুধ	পৃষ্ঠা
সিপিয়া	৮৩৩
সিলিকা (সাইলিশিয়া)	৮৪৪
স্পাইজেলিয়া এন্থেলমিন্টিকা	৮৫৪
স্পঞ্জিয়া টোস্টা	৮৫৭
স্কুইল্যা	৮৬১
ষ্ট্যানাম মেটালিকাম	৮৬২
ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া	৮৬৫
ষ্ট্র্যামোনিয়াম	৮৬৯
সালফার	৮৭২
সালফিউরিক এসিড	৮৯৯
সিফিলিনাম	৯০৩
টেরেন্টুলা হিস্পানিকা	৯০৭
থেরিডিয়ন	৯১২
থুজা অক্সিডেন্টালিস	৯১৪
টিউবারকুলিনাম বভিনাম	৯১৯
ভ্যালেরিয়ান	৯২৭
ভিরেট্রাম এল্বাম	৯২৯
জিঙ্কাম মেটালিকাম	৯৩২

কেন্টের নূতন ওষুধসমূহ

এলিট্রিস ফেরিনোসা	৯৩৬
এলিউমিনা ফসফরিকা	৯৩৭
এ্যালুমিনা সিলিকেট	৯৪২
আর্সেনিকাম সালফিউরিটাম ফ্লেভাম	৯৪৯
অরাম আর্সেনিকাম	৯৫৭
অরাম আয়োডেটাম	৯৬২
অরাম সালফিউরিকাম	৯৬৫
বেরিয়াম আয়োডেটাম	৯৭০
বেরিয়াম সালফিউরিকাম	৯৭২
ক্যালকেরিয়া আয়োডাটা	৯৭৬
ক্যালকেরিয়া সিলিকেটা	৯৭৯
ক্যালেণ্ডুলা	৯৮৮
কলোফাইলাম	৯৮৮
সেংক্রিস (কন্টরট্রিকস্ পরীক্ষা)	৯৮৯
কিউলেক্স মশা	৯৯৫
ফেরাম আর্সেনিকাম	৯৯৯
ফেরাম আয়োডেটাম	১০০৩
হেমামেলিস ভার্জিনিকা	১০০৬
ক্যালি আর্সেনিকোসাম	১০০৮
ক্যালি বাইক্রোমিয়াম	১০১৫
ক্যালি মিউরিয়েটিকাম	১০১৬
ক্যালি সিলিকেটাম	১০২০
নেট্রাম সিলিকেটাম	১০২৬
নেট্রাম সালফিউরিকাম এবং সাইকোসিস	১০৩০
সালফার আয়োডেটাম	১০৩৬
ভেস্পা ভাল্গারিস	১০৪২
ওয়েথিয়া	১০৪৩
জিঙ্কাম ফসফরিকাম	১০৪৩
চারিত্রিক লক্ষণ	১০৫০
অব্যর্থ ব্যবস্থাপত্র করতে চিকিৎসকদের কী জানা দরকার	১০৫১

এটা বালকদের কোষ বাড়তে সাহায্য করে। এর দ্বারা শিশুদের নাভি থেকে রক্তপাত ভালো হয়।

এব্রোটেনামের রোগীর হয় উদরাময়, না হয় কোষ্ঠবদ্ধতা থাকে। কোষ্ঠবদ্ধতা থাকলে বাত রোগ হয়; উদরাময় থাকলে সে খুবই ভাল থাকে, আবার এটা কম্ পড়লেই তার নানা রোগ সৃষ্টি হয়। 'নেট্রাম সালফ' ও 'জিঙ্কামে'র মত এতে রোগীরও উদরাময়ে খুব শান্তি হয়।

আর একটি লক্ষণ, সেখানে সেখানে প্রচণ্ড ব্যথা, —বিশেষ করে ডিম্বাশয়দ্বয়ে এবং সন্ধিস্থলগুলিতে।

এসেটিক এসিড
(Acetic Acid)

এই ঔষুধটি পাণ্ডুর, রুগ্ন ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে উপযোগী। সে বহু বছর ধরে দুর্বল এবং বংশগত যক্ষ্মারোগের অধিকারী হয়। শীর্ণতা, দুর্বলতা, রক্তশূন্যতা, খিদে না পাওয়া, প্রবল পিপাসা এবং প্রচুর রং হীন প্রস্রাবের একত্র সমাবেশ—এসেটিক এসিডের প্রয়োগক্ষেত্র। রক্তোচ্ছ্বাসের মত একবার আসছে আবার চলে যাচ্ছে—এরকম গরমবোধ, যুবতীদের হলুদ পাণ্ডুরোগ, সাধারণভাবে শোথরোগ, হুল ফোটা ও দংশনের কুফল—এই ওষুধ দিয়ে ভালো হয়েছে। ক্লোরোফর্মের কুফল বন্ধে ভিনিগার একটি পুরোনো ওষুধ। এটা রক্তস্রাবী কোষ্ঠবদ্ধতায় উপযোগী। বিভিন্ন শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী, নাক, পাকস্থলী, সরলান্ত্র, ফুসফুস এবং ক্ষত থেকে রক্তস্রাব। রোগী ঠাণ্ডা অনুভূতি-সম্পন্ন।

মানসিক বিশৃঙ্খলা অবস্থা; নিজের সন্তানদের চিনতে পারে না; অল্পদিন আগে যা ঘটেছে, তা ভুলে যায়; মানসিক উদ্বেগ—সবসময় কষ্ট ডেকে আনে, মনে করে কিছু যেন ঘটতে চলেছে; খিট্‌খিটে স্বভাব, সব কিছুতেই অসন্তোষ।

দুর্বল ও রক্তহীন ব্যক্তিদের মূর্চ্ছার আক্রমণ, মাথাধরা, পাণ্ডুর ও মোমের মত মুখমণ্ডল, নাক দিয়ে রক্তস্রাব, এক দিকের গাল হলুদ এবং অপর দিকের গাল লাল, গলা অথবা কণ্ঠনালীর ডিপ্‌থেরিয়া, অদম্য পিপাসা, পাকস্থলীতে স্পর্শকাতরতা, রক্ত ও খাওয়া সমস্ত খাদ্য বমি, পাকস্থলীতে ফোলা, গরম ও টক ঢেকুর, ফেনা ফেনা বমি, কামড়ান ব্যথা, পাকস্থলী ফোলা, সেইসঙ্গে অবিরত পেট ডাকা, পাকস্থলী এবং উদরে জ্বালা, —উপুড় হয়ে ঘুমালে কমে।

পেটে প্রচণ্ড যন্ত্রণা, ফোলা, বায়ুজমা ও শোথ থাকে; স্পর্শ করলে ব্যথা লাগে; উদরাময়—পাতলা, রক্তাক্ত বা তাজা রক্তযুক্ত; অর্শ থেকে প্রচুর রক্তপাত; পুরানো উদরাময়।

প্রচণ্ড জলের মত প্রস্রাব। প্রচণ্ড পিপাসা, দুর্বলতা, হলুদ এবং মাংসক্ষয় থাকলে, এর দ্বারা শর্করাযুক্ত অথবা শর্করাবিহীন বহুমূত্র রোগ ভালো হয়েছে।

শুক্রক্ষয়জনিত দুর্বলতা, ইন্দ্রিয়ের শিথিলতা এবং পায়ের পাতায় ফোলা।

জরায়ুর রক্তস্রাব, প্রচণ্ড ঋতুস্রাব অথবা জলের মত ঋতুপ্রবাহ; স্বল্প রজঃ, সঙ্গে হলুদ পাণ্ডুরোগ।

স্বরযন্ত্রের দুর্বলতা, ক্রুপ কাশি, ডিপ্‌থেরিয়া। এর স্বরযন্ত্র সংক্রান্ত ডিপ্‌থেরিয়ার বহু

রোগীকে ভালো করেছে। ফ্যাকাশে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীসহ স্বরভঙ্গ; দুর্বল পাণ্ডুর ব্যক্তি, যারা বংশগত যক্ষ্মারোগের আক্রান্ত হয়েছে তাদের পুরানো, শুষ্ক, খকখকে কাশি, সাথে হাত-পায়ের শোথ; উদরাময়, শ্বাসকষ্ট অথবা রাত-ঘাম, ফুসফুস থেকে রক্তপাত; বুকে এবং পাকস্থলীতে জ্বালা, বুকে ঘড়ঘড় শব্দ, পুরানো ব্রঙ্কাইটিস।

হাত-পায়ের দুর্বলতা এবং খঞ্জতা সেইসঙ্গে বাতজনিত অথবা শোথজনিত ফোলা, উদরাময়ের সঙ্গে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের শোথ।

এটা বেশি সময়ের ধাতুদোষ-সংশোধক ওষুধ এবং ভালভাবে অধ্যয়ন করলে বিশেষ উপযোগী বলে পরিণত হবে। ভিনিগার, কফি, সাধারণ লবণ প্রভৃতি বহু পদার্থ খাদ্যরূপে অপব্যবহৃত হলেও, তারাই শক্তিশালী ওষুধ হয়ে থাকে। দুর্দম্য পুরানো ব্যাধিগুলির জন্য এইগুলির দিকে আরও বেশী দৃষ্টি দেওয়া উচিত।

একোনাইটাম নেপিলাস
(Aconitum Napellus)

একোনাইটের কাজ কম সময়ের জন্য স্থায়ী। এর লক্ষণগুলি বেশি দিন স্থায়ী হয় না। বেশি মাত্রায় এটা তীব্র বিষ; — হয় এর দ্বারা জীবন নষ্ট হয়, নতুবা শীঘ্রই এর কাজের অবসান ঘটে; সুতরাং যদি এর দ্বারা রোগী ভালো হয়, তা হলে আরোগ্যকাজ দেরী হয় না। এর কোন রোগই পরে পুরানো আকার ধারণ করে না। এর আক্রমণ প্রবল ঝড়ের মত আসে, এবং কম সময় থেকে শেষ হয়ে যায়। একটু চিন্তা করলেই আমরা বুঝতে পারব যে, এগুলি কি প্রকৃতির রোগ এবং কি প্রকৃতির রোগী সাধারণতঃ এরূপ তাড়াতাড়ি প্রকাশিত এবং কম সময় স্থায়ী রোগে আক্রান্ত হয়। অভিজ্ঞতা ও হোমিওপ্যাথিক পর্যবেক্ষণের সঙ্গে এক মুহূর্ত ভাবলেই আমরা সেই সকল বলিষ্ঠ, রক্তপ্রধান ব্যক্তিগণকে চিনতে পারি, যাঁরা ঠাণ্ডা লাগলেই প্রবলভাবে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন, কিন্তু পক্ষান্তরে দুর্বল লোক, রোগা লোক তরুণ রোগে আস্তে আস্তে আক্রান্ত হয়ে আস্তে আস্তে ভালো হয়। কখনই ঐরকম প্রচণ্ডভাবে বা হঠাৎ আক্রান্ত হয় না। এর থেকে এবং একোনাইটের তাড়াতাড়ি কাজ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে সহজেই দেখা যাবে যে, যে-সকল ব্যক্তি একোনাইটজ্ঞাপক রোগে আক্রান্ত হন, তাঁরা রক্তপ্রধান ধাতু। বলিষ্ঠ, হৃষ্টপুষ্ট লোকদের এবং অল্প জামা-কাপড় পরা গরিব ঘরের শিশু ও বালকবালিকাদের অল্প ঠাণ্ডা লাগায় অথবা অল্প সময় খোলা হাওয়ায় থাকায় আক্রান্ত হয় না—খুব বেশি ধরনের খোলা হাওয়া লাগালে হঠাৎ আবহাওয়ায় খুব বেশি পরিবর্ত্তনে, অনেকক্ষণ উত্তরের শুক্‌নো ঠাণ্ডা বাতাস লাগালে আক্রান্ত হয়। কোন বলবান ব্যক্তি পাতলা জামাকাপড় পরে থাকায় অথবা মধ্য-শীত ঋতুর ঘন ঘন তীব্র পরিবর্ত্তনশীল শীতল শুষ্ক বাতাসে বহুক্ষণ ঘরের বাহিরে থাকায়, সন্ধ্যা হতে না হতেই প্রবল রোগ-লক্ষণের সঙ্গে শয্যাশায়ী হতে পারেন। এইরূপ রক্তপ্রধান ও বলিষ্ঠ ব্যক্তি, যাঁদের হৃদ্‌পিণ্ড সবল, মাথা কর্মঠ, রক্ত চলাচল কাজ প্রবল এবং তীব্র খোলায় হাওয়ায় থেকে সহসাই রোগাক্রান্ত হন, তাঁদের পক্ষে একোনাইট প্রয়োজন।

একোনাইটের প্রকৃতিগত প্রদাহিক রোগের পর সাধারণতঃ কিছুই রোগবশিষ্ট থাকে না। ঝড়টি এত তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায় যে, মনে হয় যেন আগের অবস্থাটিই ফিরে

এসেছে। এই সব বলিষ্ঠ রোগীর হঠাৎ রক্ত জমা সম্ভবতঃ উত্তম প্রতিক্রিয়া দ্বারা দূর হয়। রোগীর হঠাৎ প্রবল মৃত্যুসম্ভাবনা দেখা দেয় বটে, কিন্তু তার আরোগ্যকাজও খুব তাড়াতাড়ি হয়ে থাকে। সুতরাং (ডাঃ) ডান্‌হাম যে রকম বলেছিলেন, এটা একটি প্রবল ঝড় এবং শীঘ্রই তা শেষ হয়ে যায়। ডান্‌হামের মেটিরিয়া মেডিকায় এই ওষুধটির আলোচনা খুব কাব্যময় এবং পড়ার যোগ্য।

শুক্‌নো ঠাণ্ডা হাওয়ায় খোলা থাকার ফলে রোগের আক্রমণ হয়। রক্তপ্রধান শিশুদের প্রবল জ্বর সংযুক্ত অথবা আক্ষেপ সংযুক্ত হঠাৎ মাথায় রক্ত জমা আমরা এর নিদর্শন পাই। শরীরের যে-কোন যন্ত্র, —মাথা, ফুসফুস, যকৃৎ, রক্ত প্রস্রাবগ্রন্থিতে আমরা এর আকস্মিকতা ও প্রচণ্ডতার পরিচয় পাই। শীতের প্রবল ঠাণ্ডায় অথবা গরমকালের খুব বেশি গরমে যে-সকল রোগ হঠাৎ উপস্থিত হয়, এটা তাতেই উপযোগী। শীতকালে এর মাথা ও ফুসফুস সংক্রান্ত রোগ এবং গরমকালে এর অন্ত্র-প্রদাহ ও পাকস্থলীর গোলযোগ প্রকাশ পায়। আমরা জানি এই সকল রক্তপ্রধান লোক কিরকম হঠাৎ খুব বেশি গরম হয় এবং ভীষণভাবে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। তাদের এই হঠাৎ আক্রমণ দেখলেও ভয় হয়। এই সকল প্রাদাহিক অবস্থার সঙ্গে রক্ত চলাচলের প্রবল উত্তেজনা, হৃদ্‌পিণ্ডের প্রচণ্ড কাজ, মাথার তীব্র উপদাহ এবং অত্যধিক আবেগের সঙ্গে যথেষ্ট ভয় বর্ত্তমান থাকে।

একোনাইটজ্ঞাপন মানসিক লক্ষণগুলি প্রায় সব ক্ষেত্রেই স্পষ্টভাবে দেখা যায়। রোগী তার ভীষণতা অনুভব করে, কারণ তার প্রবল স্নায়বিক উপদাহ এবং উত্তেজনা বর্ত্তমান থাকে। তার মুখের ভাবে ভয় দেখা যায় এবং হৃদ্‌পিণ্ডের কাজ এতই বিভ্রান্তিকর হয় যে, সবচেয়ে প্রথমেই তার মনে হয় যে মরবে, —এর নিশ্চিত অর্থ মৃত্যু, যাকে সে ভয় করে। এটা তার মুখের ভাবে প্রকাশিত থাকে। সে বলে, 'ডাক্তার, আর কি প্রয়োজন, আমি মরতেই চলেছি।'' অনেক সময়ে সে সত্যিই তার মৃত্যুকাল বা মৃত্যুর সময়টি আগেই বলে দেয়। যদি ঘরে ঘড়ি থাকে, সে হয়ত বলে দেবে যে ঘণ্টার কাঁটাটি যখন একটি ঠিক জায়গায় পৌঁছবে, তখনই তার মৃত্যু হবে। যখন আমরা বেশি ভয়, খুব বেশি উৎকণ্ঠা, খুব বেশি অস্থিরতা এবং এই রোগের আক্রমণের ভীষণতা ও আকস্মিকতা দেখি, তখনই বুঝতে পারি যে, রোগীটি একোনাইট বিষে মরতে যাচ্ছে অথবা তার একোনাইটই দরকার। একোনাইটের বিষক্রিয়ার অনুরূপ লক্ষণযুক্ত রোগীর পক্ষে খুব অল্প মাত্রায় একোনাইট প্রয়োজন হয়। এটা যে একটি অল্প সময় কাজের ওষুধ তা সবসময় মনে রাখতে হবে।

আমাদের বিবেচনায় শরীরের কোন অংশে আমরা প্রাদাহিক অবস্থা দেখতে পাই, তাতে কিছু আসে যায় না। কিন্তু শরীরের নির্দিষ্ট অংশ অথবা প্রদাহের নির্দিষ্ট স্থান অগ্রাহ্য করে, রোগীর যে চেহারার বিষয় আমি বর্ণনা করছি, তা গ্রহণ করতে হবে। রোগীর মুখের ভাব, তার মানসিক লক্ষণ, তার অস্থিরতা, রোগের প্রচণ্ডতা—এইগুলিই হল প্রধান লক্ষণ এবং এইগুলিই তোমাকে সবার আগে লক্ষ্য করতে হবে। এই ভয়, এই উৎকণ্ঠা ছাড়া আরও অনেক কম প্রয়োজনীয় ছোট ছোট মানসিক লক্ষণ থাকতে পারে, কিন্তু সে লক্ষণগুলি এই রোগী-পরিচায়ক বিশিষ্ট লক্ষণ দ্বারা চাপা পড়ে যায়। সে তার বন্ধুদের প্রতি সমস্ত ভালবাসা হারায়, তাদের কি হবে তা সে গ্রাহ্য করে না, তাদের সম্বন্ধে তার এতটুকু কৌতুহলও থাকে না। সময়ে সময়ে এই রকম উদাসীন অবস্থা দেখা দিতে পারে।

এই যা আমি বর্ণনা করলাম, তা থেকে যে-কোন ব্যক্তি অনায়াসেই দেখতে পাবে

যে, এরকম চিত্র মেটিরিয়া মেডিকার সব ওষধের মধ্যে নেই। বস্তুতঃ এটা একমাত্র একোনাইটের মধ্যেই আছে। অন্য যে-কোন ওষুধের সঙ্গে তুলনা কর না কেন তুমি এটা একমাত্র একোনাইটের মধ্যেই দেখতে পাবে। তুমি এর কোন কোন লক্ষণ পাঠ্যপুস্তকের অপরাপর ওষুধের মধ্যে দেখতে পাবে, কিন্তু যে লক্ষণগুলি আমি একচিত্র ভাবে বর্ণনা করলাম, তা একমাত্র একোনাইটের মধ্যেই দেখতে পাওয়া যায়। মানসিক লক্ষণগুলি ধর, —প্রাবল্যই তাদের প্রত্যেকটির বিশিষ্টতা। যদি তা প্রলাপ হয়, তা হলে সে প্রলাপ উগ্র, —**তার সঙ্গে উত্তেজনা ভয় এবং উদ্বেগ থাকবে।** প্রলাপের মধ্যে রোগী বিশেষভাবে উৎপীড়িত হওয়ার মত উত্তেজনা ও ভয়ে কাঁদতে থাকবে। **প্রবল উত্তেজনা, ভয়, মৃত্যুভয়।** কি জন্য সে কাঁদছে তা ভেবে তুমি অবাক হবে। এতে সব ধরনের মনোভাব আছে, কিন্তু প্রত্যেকটিই একোনাইটের ভয়ের সঙ্গে মেশানো। এতে গোঙানি ও উত্তেজনা থাকতে পারে, রাগে জিনিসপত্র ছুঁড়ে ফেলতে পারে; কিন্তু সবকিছুর মধ্যেই **প্রচণ্ডতা ও উৎকণ্ঠা থাকবেই।** এই লক্ষণগুলি, যা দিয়ে আমি প্রধানতম বলে বর্ণনা করছি, তার অন্য সকল লক্ষণের সঙ্গে মেশানো থাকে।

"যন্ত্রনায় চিৎকার করে ওঠা"। এই যন্ত্রণা ছুরি বসানোর মত, হুল ফোটানোর মত, কেটে ফেলার মতো, ছোরা মারার মতো। একোনাইটের যন্ত্রণার প্রাবল্য বিস্ময়কর, সুতরাং যদি স্নায়ুশূল দেখা দিয়ে থাকে, তা হলে **সে ব্যথা অতি তীব্র**। রোগীর মনে হয়, নিশ্চয়ই তার সাঙ্ঘাতিক কিছু ঘটবে, নাহলে এত ভীষণ যন্ত্রণা হত না। বইতে লেখা আছে যে, সে তার মৃত্যুর দিনটি বলে দেয়। যে ভীতিভাব তাকে ঢেকে রাখে, তা বহুলাংশের তারই ফল। আর নিউমোনিয়ায় শরীরের যে কোন অংশের প্রাদাহিক অবস্থায়, প্রস্রাবগ্রন্থি, যকৃৎ, অন্ত্র প্রভৃতির প্রদাহে এই মানসিক ছবিটি সবসময় দেখা যায়।

এই লক্ষণচিত্রের সর্বত্রই মাথা ঘোরা বর্ত্তমান থাকে "মাথা ঘোরা—উল্টে ফেলার মত এবং ঘুরিয়ে ফেলার মত।" কোন মহিলা হয়ত জিনিসপত্র কিনতে বের হয়ে একটি কুকুর দেখে বিপরীতি দিকে দৌড়াতে থাকলেন, এবং এর ফলে তাঁর এরকম মাথা ঘুরতে লাগল যে, আর গাড়ীতে উঠতেও সক্ষম হলেন না। "মাথাঘোরা দেখা দেয় ভয় পেয়ে, হঠাৎ ভয় পেয়ে এবং ভয় পাওয়ার ভয়টি থেকে যাওয়ায়।" ভয়ের কিছুটা অংশ থেকে যায়, কিন্তু তা যেন তোমাকে জোর করে 'ওপিয়ামের' দিকে টেনে না নেয়। 'ভয় পাওয়ার ফলে রোগ।" ভয় থেকে মাথার প্রদাহ, ভয় থেকে মাথা ঘোরা, এমনকি ভয়ের ফলে কোন বিশেষ অঙ্গে রক্ত জমা। সমগ্র স্নায়ুকেন্দ্রের বিপর্যয়। মনে হয় যেন সব কিছুই ঘুরছে।

মাথার রোগ এত তীব্রভাবে দেখা দেয় যে, তা বর্ণনা করা যায় না। মাথার মধ্যে মাথার চামড়া ছিঁড়ে ফেলার মত জ্বালাভাব, সেইসঙ্গে ভয়, জ্বর, উৎকণ্ঠা। ঠান্ডা লাগা ফযল মাথার রোগ, নাকের সর্দি চেপে যাওয়ার ফলে মাথার রোগ। খোলা হাওয়া থাকায়, উত্তর অঞ্চলের শীতকালীন শুকনো ঠাণ্ডা বাতাসের মতো বাতাসের মধ্যে গাড়ী-ঘোড়া চড়ায় রক্তপ্রধান ব্যক্তিদের সর্দি হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়। তার ফলে চোখের উপরে ভীষণ মাথার রোগ। **মাথায় রক্ত জমা, রক্ত জমার জন্য মাথার রোগ, সেইসঙ্গে উদ্বেগ এবং উত্তপ্ত মুখমণ্ডল।**

যে সকল চোখের লক্ষণে তোমাদের একোনাইট দিতে হবে তা অসংখ্য। হঠাৎ চোখের প্রদাহিত অবস্থা। চোখেতে রক্ত জমা। চোখ রক্তের মত লালবর্ণ। ঠাণ্ডায়, শুকনো ঠাণ্ডা

হাওয়া লাগার ফলে চোখের সমস্ত তন্তুর প্রদাহ, যোজকত্বক প্রদাহ।

বহুদিন থেকে একটি শিক্ষা প্রচলিত আছে—প্রদাহের প্রথম অবস্থায় একোনাইট দেবে। সকল পাঠ্যপুস্তকে থাকলেও এটা উৎকৃষ্ট শিক্ষা নয়। তাতে বলা হয়নি যে, কিরকম ধাতুযুক্ত ব্যক্তিকে অথবা কিরূপে রোগাক্রমণটি আসলে তা দিতে হবে। এভাবে চিকিৎসা করিও না। যদি সম্ভব হয়, একোনাইটের রোগের সব লক্ষণগুলি নাও, নতুবা অপেক্ষাকৃত সদৃশ অন্য ওষুধ দাও। আর এক প্রকারের শিক্ষা চলে আসছে—জ্বর হলেই একোনাইট দাও। আমাদের পূর্বেকার বাঁধা নিয়মাবলম্বী বহু চিকিৎসকেরেই একোনাইট জ্বরের ওষুধ ছিল; কিন্তু এটা খারাপ-চিকিৎসা।

একোনাইটে যে চোখের প্রদাহ আছে তা এত হঠাৎ দেখা দেয় যে, কিভাবে এত অল্প সময়ের মধ্যে প্রদাহটি দেখা দিল, তা ভেবে অবাক হতে হয়। চোখ খুব ফুলে ওঠে, হয় কোন স্রাব থাকে না, নতুবা সামান্যমাত্র জলের মত শ্লেষ্মাস্রাব থাকে। ঘন স্রাবের সহিত যে প্রদাহ হঠাৎ দেখা দেয় তা কখনও একোনাইটের নয়। একোনাইটের প্রদাহের কোনই জের থাকে না। যেরকম অবস্থায় প্রদাহের জের থেকে যাওয়ার সম্ভাবনা, তাতে সর্বদাই অন্য ওষুধ প্রযোজ্য হয়। ঠিক একোনাইটের রোগী না পেলে তোমরা জ্বরে একোনাইটের কথা চিন্তা কর না। একোনাইটে জ্বরে আলোর ভয় থাকে। "জ্বরের সঙ্গে একান্ত অস্থিরতা।" রোগী একদৃষ্টে চেয়ে থাকে, কিন্তু চোখের তারা সঙ্কুচিত হয় এবং চোখের গোলকের গভীর প্রদেশে ভীষণ টানাটানি ও প্রদাহ থাকে। যখন লক্ষণ দেখা যাবে, মাত্র তখনই একোনাইট দেবে। যে প্রদাহ অনেক দিন স্থায়ী হবে, যাতে পুঁজ জমা হবে, অথবা যে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী থেকে পুঁজস্রাব দেখা দেবে, তাতে কখনই একোনাইটের লক্ষণ নেই। আরক্ত জ্বর, আন্ত্রিক (Typhoid) জ্বর প্রভৃতিতে আমরা যেরকম রক্তদুষ্টি দেখি, তাতে কখনই একোনাইট দেবে না। এরকম অবস্থায় আমরা একোনাইট লক্ষণের কোন প্রচণ্ডতাই দেখতে পাই না। এরকম ক্ষেত্রে স্নায়বিক উপদাহ কখনই বর্ত্তমান থাকে না, বরং ঠিক বিপরীত সংজ্ঞাহীনতা, জড়তা, বেগুনে বর্ণের গাত্রচর্ম্ম থাকে,—কিন্তু একোনাইটের গাত্রত্বক উজ্জ্বল লোহিত বর্ণ। বিষদুষ্ট স্পর্শাক্রমক কোন রোগে কখনও একোনাইট দেবে না, কারণ এতে বিষদুষ্টির ইতিহাস নেই। ধীরে ধীরে প্রকাশিত একজ্বরে একোনাইটের কথা ভাবাই উচিত নয়। একোনাইটের জ্বর সাধারণতঃ কম সময় স্থায়ী, তীব্র জ্বর। এর সঙ্গে অনবরত জ্বরের কোনই সম্বন্ধ নেই, কারণ এতে ঐরকম কোন লক্ষণ নেই। সবিরাম জ্বরের প্রথম আক্রমণে তোমরা হয়ত প্রতারিত হওয়ার মত কিছু দেখতে পার, কিন্তু দ্বিতীয় আক্রমণটি দেখা দিল, —মাত্র এই ঘটনা হতেই একোনাইটকে বন্ধ করে দেবে। অনেকগুলি ওষুধে নির্দিষ্ট সময় ব্যবধানে আক্রমণ অথবা ঢেউয়ের মত আক্রমণ আছে, কিন্তু একোনাইটে ঐরকম অবস্থা নেই। একোনাইট যদি ওষুধ হয়, তবে জ্বরের তীব্র আক্রমণটি এক রাতেই ছেড়ে যাবে। যদি তা না হয় তা হলে তোমাদের একোনাইট প্রয়োগের ভুলটি দুঃখের কারণ হবে, কারণ এর দ্বারা সময়ে সময়ে ক্ষতি হয়ে থাকে। কোন রোগের যত কিছু লক্ষণ সবই গ্রহণ করতে হয়, মাত্র যেটুকু ওষুধ লক্ষণের সদৃশ সেইটুকুই নয়, যেটুকু ওষুধ লক্ষণের মধ্যে পড়ে না সেটুকুও বটে।

একোনাইটে জ্বালা ও হঠাৎ ফোলা সংযুক্ত চোখের প্রদাহ আছে। পাতাগুলি এত তাড়াতাড়ি ফুলে ওঠে যে, বহু কষ্টে তাদের খুলতে পারা যায় এবং যখন পাতাগুলির প্রান্ত একটি সন্না দিয়ে ধরে জোর করে খোলা হয়, তখন ভিতর থেকে ফোঁটা ফোঁটা

গরম জল পড়ে, কিন্তু পুঁজ পড়ে না। ঠাণ্ডা লাগার ফলে তাড়াতাড়ি এরকম ঘটে থাকে। যখন শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উপর দিক প্রদাহিত হয়, তখন রক্তাক্ত জল বের হওয়ার সম্ভাবনা। হঠাৎ রক্ত চলাচলের নাড়ীগুলি পূর্ণ হয়ে ক্ষরণ আরম্ভ হয়। রক্ত চলাচলের নাড়ীগুলি ফেটে যায় এবং কৈশিকাগুলি থেকে রক্তক্ষরণ হতে থাকে।

কানের প্রদাহও ঠিক একই রকম হঠাৎ উপস্থিত হয়। "কানে দপ্‌দপানি, তীব্র কেটে ফেলার ন্যায় যন্ত্রণা।" শিশু যথেষ্ট পোযাক না পরে ঠাণ্ডা উত্তরের হাওয়ায় বের হওয়ার পর বাড়ী ফিরল, আর তারপরই চিৎকার করতে লাগল, কনে হাত দিতে লাগল। এরকম আক্রমণ দিনের বেলা বাইরে থাকার পর সন্ধ্যার দিকেই দেখা যায়। জ্বর ও উৎকণ্ঠা, —শিশুকে কোলে নিয়ে বেড়াতে হয়। যন্ত্রণা তীব্র হয়। গোলমাল অসহ্য বোধ হয়। শ্রবণশক্তি এত তীক্ষ্ম হয় যে গানের শব্দে যেন প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করতে থাকে। শরীরের সর্বত্রই আমরা এই একইরকম তীক্ষ্ম অবস্থা দেখতে পাই। যেখানে রোগ হয়, তা তীব্র ও প্রবল হয় এবং রোগী সর্বত্রই একপ্রকার উৎকণ্ঠা ও উত্তেজনার মধ্যে থাকে। "কানে হুল ফোটার মতো, জ্বালাকর, বিদীর্ণকর, ছিঁড়ে ফেলার মত, কেটে ফেলার মত ব্যথা।

সর্দি যদি তীব্র মাথার রোগযুক্ত হয় এবং দিনের বেলায় ঠাণ্ডা লাগানোর পর হঠাৎ রাতে উপস্থিত হয়, তা হলে এই অল্প সময়ে, খুব তাড়াতাড়ি কার্যকরী ওযুধটি প্রযোজ্য হবে। 'কার্ব ভেজে' যে সর্দি হয় তা প্রকাশ পায় খোলা হাওয়া লাগানোর কয়েক দিন পরে। 'সালফারে' যে সর্দি হয়, তা খোলা হাওয়ায় থাকার কয়েক দিন পরে দেখা যায়। 'কার্ব ভেজে'র রোগী খুব উত্তপ্ত হয় এবং তোমার অফিসে আসার সময়, ওভারকোট পরে থাকলেও সর্দিতে আক্রান্ত হয়। একোনাইটের রোগী হাল্কা পোযাক পরে ঠাণ্ডা হাওয়ায় বের হয় এবং রক্তপ্রধান লোক হলে মাঝরাতের আগেই অসুস্থ হয়ে পড়ে।

কিন্তু বিশেষভাবে তা হৃষ্টপুষ্ট, গোলগাল, রক্তপ্রধান শিশুদের সর্দি-রোগেই সাধারণতঃ দেখা দেয়; —রুগ্ন পাণ্ডুর শিশুদের রোগে নয়। রুগ্ন শিশুরা অনেক দেরিতে অসুস্থ হয়, তাদের জীবনীশক্তির কার্যকারিতা এত কম থাকে যে, দুই তিন দিনের আগে তাদের রোগ-লক্ষণ প্রকাশ পায় না। সুতরাং তুমি যদি একই পরিবারের একটি রুগ্ন ও একটি বলিষ্ঠ শিশুকে নিয়ে খোলা বাতাসে যাও, তা হলে একজনের সেই রাতেই ক্রুপ কাশি দেখা দেবে এবং তার জন্য একোনাইট প্রয়োজন হবে, কিন্তু অপরটি ঐ রোগ প্রকাশ পাবে পরদিন সকালে এবং তার জন্য প্রয়োজন হবে 'হিপার'।

সর্দিরোগে যে-সকল লক্ষণ প্রকাশ পাওয়া সম্ভব, তার মধ্যে নাকে রক্তস্রাব, মাথার রোগ, উদ্বেগ ও ভয় অন্যতম। একোনাইটের রোগীর যে লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়, তার মধ্যে সর্বপ্রথম হল উৎকণ্ঠাপূর্ণ মুখভাব। একোনাইটের নিউমোনিয়া প্রায়ই মুখের ভাবেই প্রকাশ পায়। মুখের দিয়ে তাকালে দেখবে যে, সেখানে প্রচণ্ড চিন্তা রয়েছে। একোনাইটের পরীক্ষাকালে প্রকাশিত লক্ষণগুলির অনেক কিছুই এর মধ্যে পাওয়া যায়। তোমরা জান যে, মুখের ভাবে এমন অনেক কিছুই আছে, যার দ্বারা শরীরের মধ্যে যা ঘটছে তার সবটুকুই জানতে পারা যায়; —তাই যেন কাহিনীটিকে বলে দেয়। আনন্দ ও দুঃখ, পারিবারিক দুর্দশা, — এটার অনেক কিছুকেই তুমি বিশেষ শ্রেণীভুক্ত করে নিতে পার, একটি মাত্র দৃষ্টিতেই বুঝে নিতে পার যে, কোন একটি গুরুতর ব্যাপার ঘটে গেছে। ঠিক জিনিসটি ধরার আগে তোমাকে হয়ত কেবলমাত্র দুই একমান অনুমান করে নিতে

হবে। একোনাইটের ক্ষেত্রে তুমি পাবে —'উৎকণ্ঠা'।

'এক গাল লাল এবং অপরটি পাণ্ডুর'— এই লক্ষণটি অনেকগুলি ওষুধের মধ্যেই আছে, কিন্তু নেই উৎকণ্ঠাপূর্ণ মুখভাব, ভয়, গরম এবং হঠাৎ রোগাক্রমণ, যেমনটি রক্তপ্রধান ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে দেখা যায়, —আর 'আগের দিন শুকনো ও ঝটিকাময় ছিল' এই কথাটিও তুমি একোনাইটের সঙ্গে যোগ করে নাও। অন্যরকম অবস্থা দেখা দিলে, অন্য ওষুধগুলির কোনটির প্রয়োজন হবে। 'মুখমণ্ডলের দুই দিকে গরম লোহার তার চলাচল করছে'—কোন ব্যক্তি হয়ত ঠাণ্ডা শুকনো হাওয়ার মধ্যে গাড়ী ঘোড়া চড়েছিল, তার মুখমণ্ডল হয়ত ঠাণ্ডা হাওয়ায় খোলা ছিল। এইবার সে অসাড়তা বোধ করবে এবং তারপর যন্ত্রণা—তীব্র যন্ত্রণা দেখা দেবে। সে ছুরিকাঘাতের মত, কেটে ফেলার মতো ব্যথায় কাঁদবে এবং চিৎকার করতে আরম্ভ করবে। একোনাইট তাকে শান্তি দেবে। 'পিঁপড়া হাঁটার মতো সুড়সুড়ি, সড়সড়ানি'— একোনাইটে স্নায়ুগুলির উপর দিয়ে এইরকম অনুভূতি আছে। গৃধ্রসী বাত— যখন স্নায়ুর উপর ঠাণ্ডা জল ঢালার মতো অনুভূতি থাকে। 'মুখমণ্ডলে যন্ত্রণাযুক্ত অথবা যন্ত্রণা ছাড়া সুড়সুড়ি, ঝিনঝিন এবং সড়সড়ানি', ঐ সঙ্গে মুখমণ্ডলে প্রচণ্ড গরম ও প্রচণ্ড জ্বর থাকে। মুখের যে পাশে চেপে ঘুমায়, তাতে ঘাম হতে থাকে, কিন্তু রোগী যদি পাশ ফিরে শোয় তা হলে সেই পাশটি তৎক্ষণাৎ শুক্‌নো হয়ে যায় এবং অপর পাশটি ঘেমে ওঠে।

আহা! দাঁতের ব্যথার পক্ষে এটা কি শান্তিদায়ক ওষুধ! দাঁতের ব্যথায় এটা এতই উপযোগী যে আজকাল প্রায় প্রত্যেক বয়স্কা মহিলাই একটু তুলার উপরে এক ফোঁটা একোনাইট ঢেলে, তা দাঁতের পুরানো গর্তের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিতে জানেন। এর দ্বারা প্রায়ই উপশম পাওয়া যায়। একমাত্রা একোনাইট সেবন করলে আরও ভাল কাজ হয়। কিন্তু আবার সেই পুরানো কথা মনে রাখতে হবে—দাঁত ব্যথার তীব্রতা, শুকনো ঠাণ্ডা বাতাস থেকে রোগের আক্রমণ, রক্তপ্রধান ব্যক্তির পোকায় খাওয়া দাঁত, দাঁতে প্রচণ্ড, কেটে ফেলার মত, তীর মারার মত ব্যথা। কখন কখন এরকম ব্যথা সুস্থ দাঁতেও দেখা যায় এবং ব্যথাটি সমস্ত দাঁতের পাটিকে আক্রমণ করে। খোলা বাতাস লাগান, যথা—বাতাসের মধ্যে ঘোড়ায় চড়ার ফলে প্রচণ্ড যন্ত্রণা। একমাত্র একোনাইট দেওয়ার পরই, এই ব্যথা কম হয় এবং চলে যায়।

স্বাদের বিকৃতি, পাকস্থলীর গোলযোগ। জল ছাড়া সবকিছুই তেতো লাগে। আর একোনাইটের রোগীর জলের উপর কি টান! জল খেয়ে তার আর আশ মেটে না, আর জল ভালও লাগে।

এই ওষুধের সবকিছুতেই 'জ্বালা' লক্ষণটি আছে, তোমরা সব ধরনের যন্ত্রণার বর্ণনাতেই তা পাবে। জ্বালা মাথায়, জ্বালা স্নায়ুসমূহের উপর, জ্বালা মেরুদণ্ডের উপর, জ্বালা জ্বরের মধ্যে, সময়ে সময়ে যেন লঙ্কাবাটায় আবৃত রয়েছে—এরকম জ্বালা।

গলার প্রদাহ রোগে একোনাইট একটি প্রয়োজনীয় ওষুধ, যখন জ্বালা, চিড়িকমারা, শুক্‌নো এবং টনসিল গলাগহ্বর ও সমুদয় গলাদেশের অত্যন্ত আরক্ততা লক্ষণ থাকে। কখন কখন নরম তালু খুব ফুটে ওঠে। গলা বলে কথিত স্থানে যা কিছু যায় সেই অংশের তীব্র প্রদাহ, তরুণ প্রদাহ। কিন্তু একমাত্র এটা দ্বারাই একোনাইট সূচিত হয় না। একোনাইট এই প্রকৃতির রোগ আরোগ্য করে; তা গলার প্রদাহ আরোগ্য করে সত্য, কিন্তু প্রত্যেক হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকই জানেন যে, আমি যা বলেছি, ঠিক তাতেই

একোনাইটের মতো আরও চল্লিশ-পঞ্চাশটি ওষুধ নির্বাচিত হওয়া সম্ভব। আমি কেবলমাত্র একটি খাপছাড়া বর্ণনা দিয়েছি। এই প্রকার লক্ষণের সাহায্যে কোন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকই ওষুধ ব্যবস্থা করতে পারেন না। তোমার গলার এই অবস্থাটি লিখে দিলে, প্রত্যেক চিকিৎসকই মনে মনে প্রশ্ন করবেন— 'এইরকম গলার জন্য কেন একোনাইট প্রযোজ্য হবে?' এবং তারপরই প্রশ্ন আসবে যে গলাটি না দেখে তিনি কি এর জন্য ওষুধ ব্যবস্থা করতে পারেন না? বুদ্ধিমান চিকিৎসকের কাছে রোগীটির স্বরূপ উপস্থিত করবার জন্য গল-লক্ষণের বিশেষ প্রয়োজন নেই। যদি আক্রান্ত অংশটিকে সেই অনুযায়ী চিকিৎসকের মনের সামনের উপস্থিত করারই প্রয়োজন হয়, তা হলে তিনি যকৃতের চিকিৎসা কিরকম করবেন? তিনি তো যকৃৎটিকে দেখতে পাবেন না। কিভাবে তিনি পাকস্থলীর জন্য ওষুধ ব্যবস্থা করবেন? তিনি তো তা দেখতে পাবেন না। তা হলে আমাদের আগেকার কথাতেই ফিরে আসতে হল—বুদ্ধিমান চিকিৎসকের কাছে রোগীর বিশিষ্ট প্রকৃতিটি উপস্থাপিত হল, তখনই তিনি ঐসব অবস্থার মধ্যে কতকগুলি কারণ দেখতে পাবেন। যদি তুমি একোনাইটের রোগীকে ভালভাবে মনে করে রাখতে পার, তা হলে তুমিও ওষুধ ব্যবস্থা করতে পারবে। অবশ্য যা চোখে দেখা যায়, তা দেখাই ভাল। যদি যকৃৎটিকে দেখা যেত আমি বলতাম, তুমি তা দেখে নাও। যদি হৃৎপিণ্ডকে দেখা সম্ভব হত আমি বলতাম, তুমি তা পরীক্ষা কর।

এই গলার মধ্যে কি বৈশিষ্ট্য থাকলে রোগীকে ঠিক মত চিনতে পারা যায়? বস্তুতঃ গলার যে-কোনরকম ব্যথা থাকলেই গিলতে কষ্ট হয়। আমি বুঝাইতে চাই যে, ব্যথার মধ্যে এমন কিছু নেই যা একোনাইটের রোগীকে চিকিৎসকের কাছে ঠিকভাবে চিনিয়ে দেয়। যদি লোকটি রক্তপ্রধান হয়, যদি সে দিনের মধ্যে অনেকক্ষণ ঠাণ্ডা শুক্‌নো হাওয়ায় গাড়ী-ঘোড়া চড়ে থাকে, এবং যদি সে রাতে ভীষণ জ্বালাকর, ছিঁড়ে ফেলার মতো গলার ব্যথায় জেগে উঠে থাকে, যদি তার গিলতে কষ্ট হয়, প্রবল জ্বর দেখা দেয়, ঠাণ্ডা জলের তৃষ্ণা থাকে, জল পান করে আশা না মেটে, উৎকণ্ঠাপূর্ণ জ্বরা আবেশের মধ্যে পড়ে থাকে, তবেই তুমি ওষুধ (একোনাইট) প্রয়োগ করবার মত রোগী পেলে। অনেক সময় তোমার পর্যবেক্ষণে রোগীর এত বুদ্ধিমান হবে যে, পরিবারের কোন লোক কিরকম আচরণ করছে তা ঠিকঠাকভাবে লিখে জানাবে। যে ভ্যাসারবাসিনী (শিক্ষিতা) স্ত্রীলোক আমাকে লেখে, 'ডাক্তার, আমি গলার ভেতর দেখেছি, তা লাল; আপনি দয়া করে ওষুধ পাঠিয়ে দেবেন', তার চেয়ে অনেক সময়েই অশিক্ষিত লোকেরা উৎকৃষ্টতর রোগবিবরণী দিয়ে থাকে।

পাকস্থলীর লক্ষণের সঙ্গে, কি ভয়ানক উৎকণ্ঠাপূর্ণ রোগীই আমরা পেয়ে থাকি! যন্ত্রণা অতি ভয়ানক। ঠাণ্ডা লাগার ফলে জ্বালাকর, ছিন্নকর ব্যথা, সেইসঙ্গে উদ্বেগ, অস্থিরতা, জ্বর। অতি ভোজনের জন্য নয়, কিন্তু ঠাণ্ডা লাগার ফলে। বরফ জলে উন্মুক্ত হয়ে স্নানের ফলে ঠাণ্ডাটি পাকস্থলীতে জাঁকিয়ে বসেছে, অথবা গরমকালের প্রচণ্ড গরমে রোগটি দেখা গেছে, সেইসঙ্গে বলিষ্ঠ শিশুদের ক্ষেত্রে মাথার উপদাহ থাকে। বমি, কাঠবমি—তা যেন ছিঁড়ে ফেলার মত,— ঐ ভয়ঙ্কর বমি বমি ভাবে ভেতরের সবকিছুই যেন বের হয়ে পড়বে। রক্তবমি; —উজ্জ্বল লাল রক্ত। পাকস্থলীরোগের অবস্থাটি সাধারণতঃ এইরকম থাকে। জ্বরাবস্থায় সে তেতো দ্রব্য, মদ, বিয়ার, ব্রাণ্ডি খেতে ইচ্ছে করে, কিন্তু তা পাকস্থলীতে পৌঁছানোমাত্র বের হয়ে আসে। সে ঝাল দ্রব্য চায়, কিছুই